বাংলা কথাসাহিত্যে লোকায়ত ঐতিহ্যের অনুসন্ধান

সম্পাদনা
অর্ঘ্য ব্যানার্জী
সেখ একরামুল হোসেন

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

BANGLA KATHASAHITYA LOKAYATO OITIJHER ANUSANDHAN
A Collection of Research Articles on Folk Tradition of Bengali fiction by Arghya Banerjee, Sk. Ekramul Hossain, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata-700009. February, 2021 ₹ 900.00

© অর্ঘ্য ব্যানার্জ্জী

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো উপায়েই এই গ্রন্থের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি, ২০২১

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

বর্ণ সংস্থাপন
প্রিন্টম্যাক্স
ইছাপুর

মুদ্রক
স্টার লাইন
কলকাতা : ৭০০ ০০৬

ISBN : 978-93-88988-77-3

মূল্য : নশো টাকা

সূচিপত্র

মুখবন্ধ		মিলনকান্তি বিশ্বাস
প্রথম পর্ব : উপন্যাস		
'লালসালু' : এক অবহিত জীবনের লোকায়ত কথকতা	১৯	আনোয়ারুল করীম
বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' : লোকায়ত জীবনদর্শন	৪২	দেবলীনা দেবনাথ
আশাপূর্ণা দেবীর কথাসাহিত্যে লোকায়ত জীবনের প্রতিচ্ছবি : প্রসঙ্গ 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা' ও 'বকুল কথা'	৫০	কাকলি ধারা মণ্ডল
লোকায়ত উপাদান : 'শবরচরিত'	৬০	অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী
অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকশেম' : লোকায়ত বিভঙ্গ	৬৯	মোহন পাল
'পদ্মানদীর মাঝি' : লোকায়ত জীবনের নিবিড় পাঠ	৭৯	অর্ঘ্য ব্যানার্জ্জী
ভগীরথ মিশ্রের উপন্যাসে লোকায়ত উপাদান ও অনুষঙ্গ	৮৯	পারমিতা চৌধুরী
অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' : প্রেক্ষিত লোকসংগীত	১০১	সেখ একরামুল হোসেন
বঙ্কিম উপন্যাসে লৌকিক উপাদান : একটি নিবিড় পাঠ	১১৩	গুরুপ্রসাদ দাস
সেলিনা হোসেনের কথনে লোকউপাদান : প্রসঙ্গ 'কালকেতু ও ফুল্লরা' উপন্যাস	১২২	রচনা রায়
'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে লোকজ উপাদান	১২৮	ঋষিতা গুপ্তবক্সী
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'আলোকলতা' উপন্যাস : ফকিরী কাহিনির অনুষঙ্গে লোকায়ত উপাদান	১৩৩	কিশোর কুমার রায়
লোকপ্রেক্ষিতে রাণীরঘাটের বৃত্তান্ত	১৪০	শুভাশিস চ্যাটার্জি
বাউলে, মন্ত্রশক্তি ও বাংলা উপন্যাস : সুন্দরবনের স্বতন্ত্র লোকজীবনবীক্ষা	১৪৬	শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম
'লালসালু' উপন্যাসে লোকজীবনের পাঠ	১৬০	সেখ জাহির আব্বাস
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' : প্রেক্ষিত লোকসঙ্গীত	১৬৫	শুকদেব ঘোষ
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'রেশমির আত্মচরিত' উপন্যাসে মুসলিম অধিমানস ও লোকায়ত সমাজ : একটি সমীক্ষা	১৭০	আনসার আলি
বঙ্কিমের উপন্যাস : প্রসঙ্গ রূপকথা	১৭৬	ধনঞ্জয় ঘোষাল
ঐতিহাসিক উপন্যাস 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' : লোকজ উপাদানের আলোকে	১৮০	তাপস মণ্ডল
'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে লোকায়ত জীবন ও : লোকসংস্কৃতির উপাদান	১৮৭	মহম্মদ দারাব

লোকপ্রেক্ষিতে রাণীরঘাটের বৃত্তান্ত

শুভাশিস চ্যাটার্জি

বাংলার গ্রামজীবনকে যারা নিপুণ তুলিতে রূপ দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যে, তাঁদের অন্যতম সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। নাগরিক সমাজের আড়ালে থাকা মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথী তীরবর্তী এক জনপদের জীবন কাহিনি তিনি তুলে ধরেছেন 'রানীরঘাটের বৃত্তান্ত'-এ, যা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত। প্রবল বাস্তববাদী এই লেখক পক্ষপাতশূন্য হয়ে প্রায় দু-দশক ব্যাপী স্বাধীনতা উত্তরকালে বদলে যাওয়া এক জনপদের ছবি এঁকেছেন। গ্রামের মানুষকে তুলে ধরেছেন তাঁর ভালো-মন্দ সহ। তাঁর চোখে দেখা চরিত্রগুলি সরলতা ও জটিলতার প্রতিমূর্তি। আবার আদিম যৌনচেতনাও চরিত্রগুলিকে আবেষ্টন করে আছে। পারিবারিক শিক্ষালাভ করলেও উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সেই সঙ্গে বোহেমিয়ান জীবন লেখকের জীবনভাবনার পথকে করেছে উদার। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাঁর সাহিত্যিক জগতের ভিত্তি। এই অভিজ্ঞতাই তাঁর গল্পের ভাবনার সরণী নির্মাণ করেছে। বর্ণনীয় ঘটনার সত্যতা বোঝাতেই তিনি বলেছেন,

'মানুষের সরলতা আদিমতা শহর ও গ্রামে সর্বত্র লক্ষ্যনীয়। আবার চরিত্রের জটিলতাও তাই। গ্রামের মানুষ নিরক্ষর হলেই যে চরিত্রটি জটিল হবে না, একথা ভুল ও যুক্তিহীন।'[১] এই গ্রাম বাংলার জীবনের সঙ্গে যুক্ত কিছু মানুষকে তাদের দোষ গুণ সহ তুলে ধরেছেন আলোচ্য গল্পে।

লোকসংস্কৃতির তথা লোকশিক্ষার অন্যতম বাহন হল প্রবাদ। প্রবাদের সুপরিচিত পাশ্চাত্য সংজ্ঞায় বলা হয়েছে 'A proverb is a short sentence based on long experience'. অর্থাৎ প্রবাদ হল দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বাঙময় প্রকাশ। এই অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন গল্পকার ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি প্রবাদকে প্রসঙ্গান্তরে উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে। একসময় বাংলাদেশে ঠ্যাঙাড়েদের বিশেষ উপদ্রপ ছিল। বর্তমানে অবশ্য ঠ্যাঙাড়েদের তুলনায় অনেক খারাপ অসামাজিক ব্যাক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। তাই সংগত কারণেই ঠ্যাঙাড়ে মারার পদ্ধতিও বর্তমানে লোপ পেয়েছে। লেখক অবশ্য ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর কিমবদন্তীকে সূচনাতেই স্মরণ করেছেন 'গোকর্ণে কে কার মেসো!' মূলত কিমবদন্তী আশ্রিত এই প্রবাদের পেছনের ব্যাখ্যাও আছে। তখন ঠ্যাঙাড়েদের যুগে এক ব্যাক্তি তাদের দ্বারা আক্রান্ত হলেও ঠ্যাঙারেদের দলের একজনকে চিনতে পেরে বলেন মেসোমশাই বলে উচ্চস্বরে ডেকে ওঠেন। কিন্তু ঠ্যাঙারে সেই পরিচয়কে অস্বীকার করে বলেছিল 'গোকর্ণে কে কার মেসো'। লেখকের উদ্দেশ্য অবশ্য অন্য। তিনি এই কিংবদন্তীর সূত্র ধরেই আর এক কিংবদন্তীর কথা বলেছেন। এখানেও অবলম্বন করেছেন একটি প্রবাদকে। লেখকের উপস্থাপন ভঙ্গিতেই স্পষ্ট হয়েছে প্রবাদের লোকহিতৈষীর ভূমিকা।[২] 'রাণীরঘাটে কে কার বাবা?' এই প্রবাদের মধ্যেকার কিংবদন্তীর কাহিনি শুনিয়েছেন গল্পকার, আলোচ্য গল্পটির মধ্যে।